

# রোহিঙ্গা কমিউনিটিতে যারা উচ্চ ঝুঁকিতে আছেন এমন ব্যক্তিদের উদ্বেগ

সূত্র: কমিউনিটি ফিডব্যাক অ্যান্ড রেসপন্স মেকানিজম (সিএফআরএম) এবং লিসেনিং গ্রুপের আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন এজেন্সি নানা সময়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও হোস্ট কমিউনিটির কাছ থেকে যে মতামতগুলো সংগ্রহ করেছে, ২০১৮ এর জানুয়ারি থেকেই বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন সে মতামতগুলো সমন্বয় করে আসছে। তবে গত তিন বছর ধরে সংগৃহিত এই মতামতগুলোর মধ্যে উচ্চ ঝুঁকিতে আছেন এমন মানুষদের (extremely vulnerable individuals বা EVI), উদ্বেগ সম্পর্কিত মতামত<sup>১</sup> ছিল ১ শতাংশেরও কম। মূলত বয়স্ক বা বৃদ্ধ ব্যক্তি, গর্ভবতী, বিধবা নারী, এতিম, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং নারী বা শিশু প্রধান পরিবারগুলোই EVI বা উচ্চ ঝুঁকিতে আছেন এমন গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত হন। এই দলের অন্তর্ভুক্ত মানুষদের উদ্বেগগুলো আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন গত ২১ থেকে ২৬ এপ্রিল, ২০২১ এর মধ্যে মোট নয়টি টেলিফোন সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। টেলিফোন সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যার চারজন নারী (বয়স ২০-৬০) এবং পাঁচজন পুরুষ (বয়স ১৮-৬০) ছিলেন এবং এদের মধ্যে বয়স্ক ব্যক্তি, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন বা একা থাকা শিশু এবং নারী প্রধান পরিবারের সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১ ২,১৭,১৪৯টি মন্তব্যের (কমিউনিটি ফিডব্যাক ডেটা) মধ্যে ০.৭% (১,৪২৮টি কেস)

দ্রষ্টব্য: গেল ক'বছরে মূলত ক্যাম্প ৫, ৮ ই, ১১, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৬ থেকে উচ্চ ঝুঁকিতে আছেন এমন মানুষ বা ইভিআই সম্পর্কিত উদ্বেগগুলো উঠে এসেছে। এছাড়া মাঝে মাঝে অন্যান্য ক্যাম্প থেকেও এ ধরনের কিছু উদ্বেগের কথা শোনা গেছে। এর মধ্যে ২০২১ সালে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ উত্থাপিত হয়েছে ক্যাম্প ৮ ই থেকে। এ প্রেক্ষাপটে ক্যাম্প ৮ ই এর অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকার নিতে পারলেই সবচেয়ে ভালো হতো। কিন্তু সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের কারণে তৈরি হওয়া নানা চ্যালেঞ্জের কারণে এই গবেষণায় অংশ নেওয়া ব্যক্তিদেরকে ক্যাম্প ১৪ থেকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

## যা জুনা জরুরি

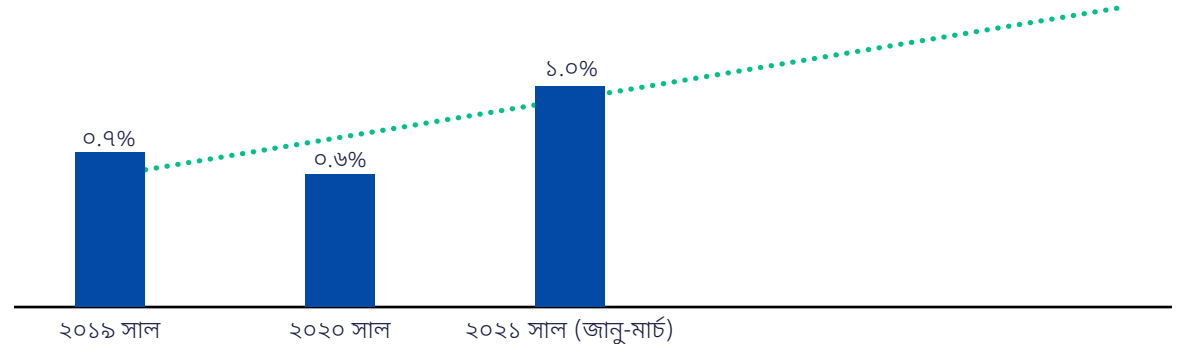
রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ৫১ × রোববার, ৬ জুন ২০২১

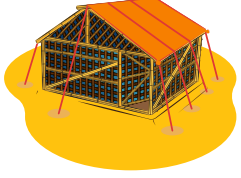
প্রাপ্ত মতামতগুলো থেকে দেখা যায় যে, বিভিন্ন এজেন্সি পরিচালিত ফিডব্যাক অ্যান্ড রেসপন্স মেকানিজম (সিএফআরএম) এর মাধ্যমে উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তি (EVI) বা তার পরিবারের সদস্যরা তাদের উদ্বেগগুলো তুলে ধরেছেন বা বাড়তি সহায়তার জন্য অনুরোধ করেছেন। এ ধরনের উদ্বেগের সংখ্যা তুলনামূলক কম হলেও গত বছর এটি বেড়েছে এবং বিশেষ করে ক্যাম্প ৮ ই তে এ ধরনের উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া কোভিড-১৯ মহামারির কারণে তাদের দুর্ভোগ বেড়েছে, যা সামনের মাসগুলোতে আরও খারাপ হতে পারে।

তারা শেল্টার, স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য এবং সুরক্ষা সহ বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

বিগত তিন বছরে উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তির সাপোর্ট সংক্রান্ত মতামতের অনুপাত



## শেল্টার সম্পর্কিত উদ্বেগ



কমিউনিটি ফিডব্যাক ডাটা এবং ফোন সাক্ষাৎকার, এই উভয় মাধ্যমেই উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তির (ইডিআই) বলেছেন যে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে তাদের শেল্টারের অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে এবং এদের কেউ কেউ তাদের শেল্টারটি এক বছরেরও বেশি সময় ধরে খারাপ অবস্থায় রয়েছে বলে জানিয়েছেন। ফোন সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া ব্যক্তির (ইডিআই) বলেছেন, তাদের শেল্টারের মূল উপকরণ, যেমন – বাঁশ এবং ত্রিপল ঝড়, বৃষ্টির পাশাপাশি পুরোনো হয়ে যাওয়ার কারণে জীর্ণ আকার ধারণ করেছে। তাই বর্ষা মৌসুম ঘনিয়ে আসায় তারা তাদের শেল্টারের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত।

“ সর্বশেষ ঝড় এবং ভারী বৃষ্টিপাতে শেল্টারের ছাউনি উড়ে গিয়েছিল এবং মেঝে ভেঙ্গে পড়েছিল ... যার কারণে ঘরের দেয়ালটিও দিন দিন আরও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।”  
- রোহিঙ্গা নারী (৫০)

কমিউনিটি ফিডব্যাক থেকে জানা গেছে, ইডিআই এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা কম বেশি গত ১ থেকে ৩ বছর ধরে শেল্টার কিট পাচ্ছেন না। ‘যা জানা জরুরি’ (হোয়াট ম্যাটার্স) এর পূর্ববর্তী সংস্করণগুলোতে এই উদ্বেগের বিষয়টি, বিশেষ করে অস্থায়ী শেল্টারে বসবাসরত অসংখ্য রোহিঙ্গাদের উদ্বেগের কথা তুলে ধরা হয়েছিল। সাক্ষাৎকারে বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারীই বলেছিলেন যে তারা যখন এখানে এসেছেন শুধু সে সময়ই একটি শেল্টার কিট পেয়েছিলেন এবং সেই থেকে এখন পর্যন্ত অতিরিক্ত আর কোনো শেল্টার সামগ্রী তারা পাননি। তারা বলেছেন বিষয়টি নিয়ে মাঝি, ক্যাম্প ইন চার্জ (সিআইসি), তথ্য কেন্দ্র এবং সাইট ম্যানেজমেন্ট অফিস কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়মিতভাবে অভিযোগ জানালেও কোনো কাজ হয়নি। এমনকি এ বিষয়ে এনজিওগুলো সাহায্য করার চেষ্টা করেছে বলেও তারা উল্লেখ করেন। এর মধ্যে একজন অংশগ্রহণকারীর ধারণা, শেল্টার সম্পর্কে অভিযোগ করেছে এমন প্রতি ১০টি পরিবারের মধ্যে বড়জোর দুটি পরিবার হয়তো শেল্টার কিট পেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে এনজিওগুলোও যখন সাহায্য করতে পারে না, তখন পরিবারগুলো নিজেরাই টাকা ধার করে তাদের শেল্টার মেরামতের চেষ্টা করে থাকে। আবার এনজিওগুলো থেকে তাদের শেল্টারের খারাপ অবস্থা পরিদর্শন করার পরেও পরবর্তী সময়ে কোনো সহায়তা প্রদান না করার মতো উদাহরণও কয়েকজন দিয়েছেন। এমনকি কখনও কখনও মানুষজন এনজিও’র কর্মীদের কাছে তাদের শেল্টার মেরামতের প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝাতে স্কুল বা মসজিদেও থেকেছেন।

## চিকিৎসা সেবা সম্পর্কিত উদ্বেগ



উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের (ইডিআই) অন্যতম প্রধান আরেকটি উদ্বেগ হলো চিকিৎসা সেবা। অংশগ্রহণকারীদের প্রায় সকলেই বলেছেন যে তারা ক্যাম্পের মেডিকেল সেন্টারগুলো থেকে সঠিক চিকিৎসা সেবা পাননি। তারা জানিয়েছেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারদের স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে জানানোর পর তাদের অধিকাংশ অভিযোগের ক্ষেত্রেই একই ওষুধ (নাপা) খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে মহামারির কারণে এই উদ্বেগটি আরও বেড়েছে।

ফোন সাক্ষাৎকারে পুরুষ ও নারী উভয়েই বলেছেন যে মহামারির সময়টিতে তাদের জন্য হাসপাতালে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। এমনকি চেষ্টা করে কোনো একটি চিকিৎসা কেন্দ্রে যেতে পারলেও তাদের মনে হয়েছে, সুবিধাভোগী হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার পরেও সেখান থেকে তারা প্রয়োজনীয় ওষুধ বা চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না। এছাড়া কোভিড-১৯ এর কারণে স্বাস্থ্য সেবাকর্মীরা আগের মতো বাড়ি বাড়ি যেয়ে সেবা দেওয়ার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়ায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা না পাওয়ার ধারণাটি আরও বদ্ধমূল হয়েছে।

মিয়ানমারে স্বামী হারানো একজন নারী অংশগ্রহণকারী জানান, পাহাড়ী অঞ্চলে থাকেন বলে তার পক্ষে চিকিৎসা কেন্দ্রে যাওয়াটা বেশ কষ্টকর। তবে একা একা যাওয়াটা কষ্টকর হলেও তিনি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়েছিলেন এবং সেখানে দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পরও কোনো চিকিৎসা না পাওয়ার হতাশা নিয়ে ঘরে ফিরেছেন। যদিও বিষয়টি নিয়ে তিনি কারও কাছে অভিযোগ করেন নি। কারণ তিনি চান না চিকিৎসকরা তার উপর রাগান্বিত হন।

“ আমি অনেকটা সময় হেঁটে তারপর হাসপাতালে পৌঁছেছিলাম এবং সেখানে আমাকে তিন থেকে চার ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কিন্তু ডাক্তাররা আমাকে চিকিৎসা দেননি, এমনকি তাদের সামনে কেঁদেও আমি কোনো ফল পাইনি। পরে আমি ফিরে এসেছি।”

- নারী প্রধান পরিবারের রোহিঙ্গা নারী (৫০)

অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন, তারা বছর চিকিৎসা সেবা পাওয়ার বিষয়ে সিআইসি, মাঝি এবং সাইট ম্যানেজমেন্টের কাছে অভিযোগ করলেও কোনো কাজ হয়নি। এদের মধ্যে একজন পুরুষ অংশগ্রহণকারী জানান, তিনি সিআইসি অফিসে অভিযোগ করার পর তাকে চিকিৎসার জন্য ক্যাম্পের বাইরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। পরে তিনি টাকা ধার করে চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রামে যান। মানুষজন বলেছেন, তাদের বেশিরভাগেরই কোনো চাকরি না থাকায় ক্যাম্পের বাইরে চিকিৎসা করাটা তাদের জন্য খুব কঠিন। বিশেষ করে যে নারীরা স্বামী হারিয়েছেন বা যাদের পরিবারে উপার্জন করার মতো কোনো সদস্য নেই তাদের জন্য এটি আরও কঠিন।

“ আমি সিআইসি অফিসে গিয়েছিলাম এবং তারা আমাকে উন্নত চিকিৎসা পেতে বাইরে যেতে বলেছিলেন। পরে আমি অন্য একজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে ছয় মাস পর চট্টগ্রামে গিয়েছিলাম।”

- রোহিঙ্গা পুরুষ (৫১)

## খাবার সম্পর্কিত উদ্বেগ



কমিউনিটি ফিডব্যাকের মাধ্যমে উত্থাপিত উদ্বেগগুলোর মধ্যে খাদ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতার বিষয়টিও ছিল। অন্যদিকে টেলিফোন সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া ব্যক্তির খাদ্য সংকটের বিষয়টি উল্লেখ করেন। তারা জানান, আগে তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ

খাবার সরবরাহ করা হলেও বর্তমানে (এক বছরেরও বেশি সময় ধরে) পরিবারকে খাওয়ানোর মতো যথেষ্ট পরিমাণ খাবার দেওয়া হয়না। অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, রাতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একজন নৈশপ্রহরীকে টাকা দেওয়া (অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর থেকে), শেল্টার কিট কেনা এবং ক্যাম্পের বাইরে চিকিৎসা নেওয়ার মতো বিভিন্ন খরচ মেটাতে তাদেরকে খাবারের কিছু অংশ বিক্রি করতে হয়। অন্যদিকে তাদের বেশিরভাগেরই চাকরি না থাকায় পরিবারের সদস্যদের জন্য তারা অতিরিক্ত খাবারও কিনতে পারেন না। সর্বোপরি সকল অংশগ্রহণকারীরাই বলেছেন যে মহামারির সময়টিতে এনজিওগুলো পর্যাপ্ত খাবার সরবরাহ করছে না। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একা থাকে এমন শিশু ও নারী প্রধান পরিবারের নারীরা জানান, পরিবারের কারও কোনো আয় না থাকায় তারা মাছ বা মাংস কিনতে পারেন না। এমনকি মহামারির সময়টিতে মানুষ ইফতার (সন্ধ্যায় রোজা ভাঙা) এবং সেহরির (ভোরের দিকে রোজা শুরু করা) জন্যও পর্যাপ্ত খাবার পাননি।

“আগে আমি আমার পরিবারের চার জনের জন্য ১২ কেজি করে চাল পেতাম এবং আমরা সকলেই প্রায় সমপরিমাণ ভাত খেতাম। তবে এখন চালের পরিমাণ কমে গেছে। আর এজন্য প্রতি মাসেই আমাকে অন্য কারও কাছ থেকে সাত কেজি চাল ধার নিতে হয়।”

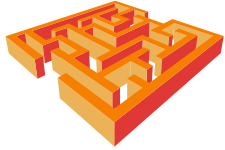
- রোহিঙ্গা নারী (৫৫)

## আগুন সম্পর্কিত উদ্বেগ



সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের পরে সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া ব্যক্তি, বিশেষত নারীদের মধ্যে অন্যতম প্রধান উদ্বেগ ছিল আগুনের ভয়াবহতা নিয়ে। তারা গুজব শুনেছিলেন যে, মানুষজন নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। একজন পুরুষ অংশগ্রহণকারী জানান, অগ্নিসংযোগ এড়াতে বাড়ি পাহাড়া দেওয়ার জন্য প্রহরী রাখতে প্রতিটি পরিবারের ২০০ টাকারও বেশি প্রয়োজন হয়। আর নারী প্রধান যেসব পরিবারে উপার্জনকারী কোনো সদস্য নেই তাদের জন্য এটি বাড়তি চাপ তৈরি করেছে।

## সমস্যার সমাধান সম্পর্কিত উদ্বেগ



অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন সমস্যা সমাধানের জন্য তারা মাঝি, সিআইসি অফিস, সাইট ম্যানেজমেন্ট বা বিভিন্ন সংস্থা এবং তথ্যকেন্দ্রের মতো বিভিন্ন স্থানে যান।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়ই জানিয়েছেন যে মাঝিরা তাদের সমস্যা ও অভিযোগকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে বিবেচনা করেন না এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা কোনো সাহায্য করেন না। এমনকি নানা ধরনের সেবা প্রদানকারী এবং সিআইসি অফিসে যোগাযোগ করলেও একই ব্যাপার ঘটে।

তারা কীভাবে তাদের সমস্যাগুলো কমিয়ে আনতে পারেন বা সমাধানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেন সে সম্পর্কে জানতে

চাইলে একজন অংশগ্রহণকারী রোহিঙ্গা কমিউনিটির মানুষদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের পরামর্শ দেন। এই কমিটি এনজিও বা সংস্থাগুলোর কাছে তাদের উদ্বেগগুলো তুলে ধরবে, যারা পরবর্তীতে এই বিষয়টিকে সিআইসির বা সাইট ম্যানেজমেন্টের কাছে নিয়ে যাবে।

টেলিফোন সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া অধিকাংশ মানুষই জানিয়েছেন যে বিভিন্ন জায়গায় তাদের উদ্বেগ বহুবার উত্থাপন করেও কোনো লাভ হয়নি বলে তারা এখন মতামত বা অভিযোগের কথা আর কাউকে জানান না। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যাগুলোর সমাধান করার চেষ্টা করেন এবং/অথবা পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তবে কিছু অংশগ্রহণকারী এমনটাও জানিয়েছেন যে কোথায় এবং কীভাবে মতামত বা অভিযোগ জানাতে হয় তারা সেটি জানেন না।

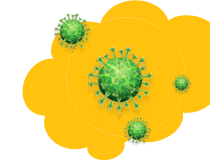
“বার বার অভিযোগ করার পরেও তারা (সিআইসি, মাঝি এবং অন্যান্য সংস্থা) আমাদের কোনো কিছু দেয়নি বা কোনো সমাধান করেনি। তাই এখন নিজেদের সমস্যাগুলোর আমরা নিজেরাই সমাধান করার চেষ্টা করছি এবং সমাধান করতে না পারলে সমস্যার সাথে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। এর বাইরে আমরা আর কী-ই বা করতে পারি।”

- রোহিঙ্গা পুরুষ (৫১)

## গুজব, উদ্বেগ এবং প্রশ্ন

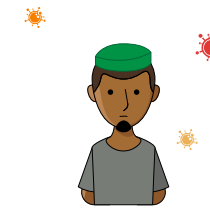
২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে মানবিক সহায়তা দেওয়া সংস্থাগুলো রোহিঙ্গা কমিউনিটির মানুষদের কাছ থেকে কোভিড-১৯ সম্পর্কিত গুজব ও প্রশ্ন সংগ্রহ করেছিল। কমিউনিকেশন উইথ কমিউনিটিজ (সিডব্লিউসি) ওয়ার্কিং গ্রুপের পক্ষ থেকে পরিচালিত গুজব পর্যালোচনা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনকে এগুলো সরবরাহ করা হয়েছিল। এই গুজব এবং সচরাচর যে প্রশ্নগুলো করা হয় সেগুলোর কথা মাথায় রেখে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (ডব্লিউএইচও) প্রয়োজনীয় তথ্য দেয় যা যোগাযোগ উপকরণ তৈরির সময় এবং রোহিঙ্গা কমিউনিটির সাথে আলোচনার সময় মানবিক সহায়তা দেওয়া সংস্থাগুলো সেগুলো ব্যবহার করতে পারে।

## “কোভিড-১৯ এর অস্তিত্ব নেই”



কোভিড-১৯ নতুন করোনাভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট একটি রোগ। বাংলাদেশের সরকারি সূত্র অনুযায়ী ২০২০ সালের ৮ মার্চ থেকে ২০ মে ২০২১ এর মধ্যে দেশে ৭,৭৩,৫১৩ টি কোভিড-১৯ কেস শনাক্ত করা হয়েছে এবং এর মধ্যে কমপক্ষে ১১,০০০ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে\* কক্সবাজার জেলায় এককভাবে ৮,০১৩ টি কেসের কথা জানা গেছে, যার মধ্যে ৯৫ জন মৃত্যুবরণ করেছেন (হোস্ট এবং রোহিঙ্গা কমিউনিটি মিলিয়ে)\*\* অন্যদিকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে ২৯ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ৫২৫ জনের সংক্রমণ ও ১১ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।\*\*\*

## “কোভিড-১৯ মুসলমানদের আক্রান্ত করে না।”



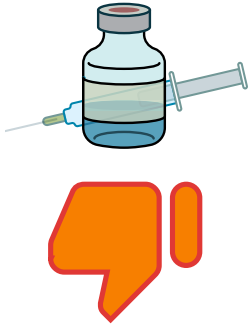
কোভিড-১৯ এর মতো রোগগুলো কোনো ধর্ম, গোত্র বা জাতিকে রেহাই দেয় না। এই ভাইরাসটি অত্যন্ত সংক্রামক এবং ধনী, গরীব, নারী, পুরুষ, কিশোর-কিশোরী, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, চলচ্চিত্র তারকা, শিল্পী এবং ধর্মীয় নেতা থেকে শুরু করে যে কেউই সংক্রামিত হতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ কোভিড-১৯ মহামারিতে আক্রান্ত শীর্ষ ১০টি মুসলিম দেশের মধ্যে রয়েছে তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, বাহরাইন, সৌদি আরব ও জর্ডান। ২০২১ সালের ১০ মে পর্যন্ত, এই দেশগুলোতে সব মিলিয়ে ১৩.৫ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এবং ২,৩১,১১৮ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।\*\*\*\*

\* <https://www.who.int/countries/bgd/> [accessed on 11 May 2021]

\*\* [https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/bangladesh/bangladesh---rohingya-crisis---pdf-reports/sitreps/2021/who-cox-s-bazar-situation-report-8.pdf?sfvrsn=dd3a85b0\\_9](https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/bangladesh/bangladesh---rohingya-crisis---pdf-reports/sitreps/2021/who-cox-s-bazar-situation-report-8.pdf?sfvrsn=dd3a85b0_9)

\*\*\* *ibid*

\*\*\*\* <https://covid19.who.int/table> [accessed on 11 May 2021]



## × “কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিনগুলো অকার্যকর।”

কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিনগুলো জীবন বাঁচায় এবং সকল জাতি ও ধর্মের মানুষদের জন্যই এগুলো সমানভাবে কার্যকর। এই ভ্যাকসিনগুলো ব্যাপক গবেষণার ফল এবং ব্যবহারের অনুমোদন পাওয়ার আগে এগুলোর প্রতিটিই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হয়। ভ্যাকসিনগুলো সংক্রমিত হওয়া থেকে আমাদের রক্ষা করে এবং আমরা যদি সংক্রমিত হই তবে গুরুতর অসুস্থতা, হাসপাতালে ভর্তি ও মৃত্যু প্রতিরোধ করতে পারে। ডব্লিউএইচও এর মতে, ভ্যাকসিনগুলো কেবল একজন ব্যক্তিকেই রক্ষা করে না; বরং তার আশেপাশের মানুষদেও রক্ষা করে। কার্যকর ভ্যাকসিন কর্মসূচী চালাচ্ছে এমন দেশগুলোতে সংক্রমণের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

## × “ভ্যাকসিনগুলো মারাত্মক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।”

কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিনগুলো খুব নিরাপদ। তবে অন্যান্য ভ্যাকসিনের মতো কিছু মানুষের ক্ষেত্রে হালকা থেকে মাঝারি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে, যা খুব সামান্য এবং অল্প সময়ের জন্য হয়। ডব্লিউএইচও’র মতে ভ্যাকসিন গ্রহণের পর মানুষের হালকা জ্বর, কাঁপুনি, ক্লান্তি এবং মাথাব্যথা বা হালকা ফ্লু জাতীয় লক্ষণ দেখা দিতে পারে। তবে এগুলো হয়তো এক দিনের মতো থেকে চলে যায়। অন্যদিকে কারও মধ্যে যদি ভ্যাকসিন নিয়ে কোনো উদ্বেগ থাকে তাহলে ভ্যাকসিন নিয়েছেন এমন কারও সাথে কথা বলার পরামর্শ দিয়েছে ডব্লিউএইচও।

রোহিঙ্গা কমিউনিটিতে যখন টিকা প্রদান করা হবে, তখন যেকোনো প্রয়োজনে কল করার জন্য তাদেরকে একটি ফোন নম্বর দেওয়া হবে। এছাড়া কারও যদি কোনো ধরনের উদ্বেগ বা প্রশ্ন থাকে তবে তারা একজন স্বাস্থ্যকর্মীর কাছেও ফলোআপ করতে পারবেন।

## × “ভ্যাকসিন পেলেও, আপনি কোভিড-১৯ আক্রান্ত হতে পারেন।”

ডব্লিউএইচও-র মতে অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই এটি সঠিক নয়। ভ্যাকসিন নেওয়ার ফলে আমাদের শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, যা আমাদের সুরক্ষা দেয়। তবে পুরোপুরি সুরক্ষিত হতে কতো সময় লাগবে তা ব্যক্তি বিশেষে আলাদা হতে পারে এবং ভাইরাসটি আমাদেরকে অসুস্থ না করলেও আমাদের মাধ্যমে এর সংক্রমণ হতে পারে। এজন্য টিকা নেওয়ার পরেও সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় কাজগুলো, যেমন – অন্য ব্যক্তি থেকে কমপক্ষে এক মিটার দূরত্ব বজায় রাখা, দুই হাত ঘন ঘন পরিষ্কার করা এবং মাস্ক পরিধান করা, বিশেষ করে বন্ধ, ভীড়যুক্ত বা বাতাস চলাচলের অনুপযোগী জায়গাগুলোতে মাস্ক পরা চালিয়ে যেতে হবে। বিরল কিছু ক্ষেত্রে কোনো কোনো ব্যক্তি পুনরায় সংক্রমিত হতে পারেন। তবে এ রকম ক্ষেত্রেও ভ্যাকসিন গুরুতর অসুস্থতা, হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ও মৃত্যু প্রতিরোধ করতে পারে।

## × “ভারতে তৈরি হওয়া ভ্যাকসিনও কী নিরাপদ?”

ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারী দেশ। ভারতে উৎপাদিত কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন (বা অন্য কোথাও উৎপাদিত ভ্যাকসিন) খুবই নিরাপদ ও কার্যকর।

বাংলাদেশ সরকার অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনটি ব্যবহার করেছে, যা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং অ্যাস্ট্রাজেনেকা নামের একটি সংস্থা তৈরি করেছে। যদি এটি পাওয়া না যায় তবে তারা হয়তো অন্য কোনো নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ভ্যাকসিন আনার সিদ্ধান্ত নিবেন। তবে যেখানকার বা যে দেশেরই হোক না কেন, সব ভ্যাকসিনই কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যাচাই করার পর জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়।

## × “ভ্যাকসিন এত দ্রুত কীভাবে তৈরি হয়েছে?”

ডব্লিউএইচও এর মতে সাধারণত একটি টিকা তৈরি করতে কয়েক বছর সময় লেগে যায়। যদিও কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন অনেক দ্রুততম সময়ে তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু বর্তমানে ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত সমস্ত ভ্যাকসিনই জনগণের কাছে সহজলভ্য হওয়ার আগে কার্যকর এবং নিরাপদ কি না তা নিশ্চিত করার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে।

আপনি যদি কোনো গুজব বা অন্য কোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন, তাহলে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের সাথে যোগাযোগ করুন, যাতে করে আমরা এই গুজবগুলো মোকাবেলা করার জন্য সঠিক তথ্য সরবরাহ করতে পারি।

এজন্য দয়া করে এই ঠিকানায় ইমেইল করুন

[cxfeedback@  
bd.bbcmmediaaction.org](mailto:cxfeedback@bd.bbcmmediaaction.org)





# ক্যাম্প রমজান উদযাপন

বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানের মতো কক্সবাজারের লক্ষ লক্ষ মুসলমানও রমজান উদযাপন করে। এই রমজানে তাদের অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কিত আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য, টিডব্লিউবি সম্প্রদায়ের ১৯ জন সদস্যের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে, যাদের প্রত্যেকেই ইতোমধ্যে কয়েক সপ্তাহ ধরে রোজা রাখছেন। তারা আরও পুষ্টিকর খাবার পেতে চায় এবং জানতে চায় যে রোজা এবং ঈদের সময় এই সব পুষ্টিকর খাবার পাওয়া ক্ষেত্রে কোনো সহায়তা রয়েছে কি না।

## মানুষ রমজানের সময় পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার পেতে চান

পুরো এক মাস সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকলে, রোজার রাখার আগে ও পরে (সেহরি ও ইফতারে) পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া জরুরি। সম্প্রদায়ের যে ১৯ জন সদস্যের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে ১৭ জন বলেছেন যে, রোজার পূর্বে তারা যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য পেতেন না। সাক্ষাৎকারদানকারীরা জানান যে, পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে রয়েছে গরুর মাংস, মুরগির মাংস, ডিম, দুধ এবং নানা রকমের শাক সবজি ও ফলমূল যেমন টাটকা সবজি, তরমুজ, আপেল এবং আঙুর। সাক্ষাৎকারদানকারীদের মধ্যে তের জন জানিয়েছেন যে রমজানের সময় তারা পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার সুযোগ পান নি, অপরদিকে বাকি ছয়জন বলেছেন যে তারা সীমিত পরিসরে পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তাদের বেশির ভাগই সেহরিতে ভাত, শাকসব্জি এবং ডালের সাথে মাঝে মধ্যে ডিম, শুটকি বা মাছ খেয়েছেন। ইফতারে তারা সাধারণত মুড়ি ও ছোলা খেয়েছেন এবং কেউ কেউ ফলের রস ও টাটকা ফল খেয়েছেন। ১৯ জন সাক্ষাৎকারদানকারীদের মধ্যে, ১২ জন তারা সেহরি ও ইফতারে যে খাবার খেয়েছেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট নন; কিন্তু বাকি সাত জন এ নিয়ে সন্তুষ্ট।

## সম্প্রদায়ের অনেকে রোজা রাখতে সমস্যার মুখে পড়েছেন

১৯ জন সাক্ষাৎকারদানকারীর মধ্যে ১৫ জন বলেছেন যে তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী রোজা রাখতে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। ১২ জনের ক্ষেত্রে এই কারণগুলোর কারণে রমজানের মূল আচরণ

রোজা রাখা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। অধিকাংশই বলেছেন যে, তারা সবচেয়ে বড় যে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন তা হলো খাবারের দাম এবং প্রয়োজনীয় খাবার প্রাপ্তি। একজন জানিয়েছেন যে, তিনি ইফতারের জন্য পানি ছাড়া অন্য কিছু জোগাড় করতে পারেন নি, অপর একজন জানিয়েছেন তিনি ইফতারে পানি এবং ছোলা খেয়েছেন; অন্যদিকে অন্যন্যরা বলেছেন যে তারা কেবলমাত্র ভাত ও ডাল জোগাড় করতে পেরেছেন। সাক্ষাৎকারদানকারীদের মধ্যে একজন বাদে সকলেই জানিয়েছেন যে তারা রমজানের সময় যেসব খাবার খেতে চান তা পান নি। তাদের অধিক পরিমাণে টাটকা মাছ, মাংস ও ফলমূলের চাহিদা ছিল।

সাম্প্রতিক দাবদাহের কারণেও সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, পর্যাপ্ত সোলার প্যানেল ও বৈদ্যুতিক পাখা না থাকায় গরমে কষ্ট হয়েছে, বিশেষ করে রাতে। কোভিড-১৯ লকডাউনের বিধিনিষেধের কারণে কিছু মানুষ কাজ হারিয়ে অতিরিক্ত আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন; অপরদিকে সরবরাহ ব্যবস্থায় সমস্যার কারণে অন্যন্যরা খাবার পানি পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন।

“আবহাওয়া খুব গরম থাকার কারণে রাতে আমাদের খুব কষ্ট হয়েছে এবং আমাদের ঘরে ফ্যান নেই এবং কোনো কোনো সময় আমরা ঠিকমতো নামাজ পড়তে বা কোরআন তিলাওয়াত করতে পারি নি।”

– রোহিঙ্গা নারী, ৩০, ক্যাম্প ৪

“ক্যাম্পে খুব গরম। সেখানে সোলার প্যানেল বা বৈদ্যুতিক পাখা নেই। মিয়ানমারে রমজান মাসে আমরা সাধারণত যেসব খাবার পেতাম এখানে আমরা সেসব খাবার খাওয়ার সুযোগ পাই না।”

– রোহিঙ্গা পুরুষ, ক্যাম্প ১ ই

“রমজানের শুরু থেকেই আমার কাছে খাওয়ার জন্য যথেষ্ট খাবার ছিল না। আমি ইফতারে কিছু খেতে পারি নি। আমার কাছে ইফতার কেনার মতো টাকা নেই। আমি ইফতারে শুধু পানি খেয়েছি।”

– রোহিঙ্গা নারী, ২৯, ক্যাম্প ১ডব্লিউ।



## মানুষ খাবার ও কাপড় কেনার মাধ্যমে ঈদুল ফিতর উদযাপনের জন্য আর্থিক সহায়তা চায়

এনজিও, কর্তৃপক্ষ, বা সম্প্রদায়ের নেতাদের কাছ থেকে রমজান বা আসন্ন ঈদ উপলক্ষে কোনো প্রকার সহায়তা প্রাপ্তির কথা কোনো সাক্ষাৎকারদানকারী জানান নি। ১৯ জনের মধ্যে, ১৭ জন বলেছেন যে তারা রমজানে কোনো অতিরিক্ত সহায়তা বা সাহায্য পান নি, অপরদিকে বাকি দুইজন সামান্য সাহায্য প্রাপ্তির কথা জানিয়েছেন; এদের মধ্যে একজন বিদেশে থাকা একজন পারিবারিক বন্ধুর কাছ থেকে খাবার কেনার জন্য টাকা পেয়েছেন, এবং অন্যজন একটি এনজিও থেকে কিছু খেজুর পেয়েছেন। ষোল জন সাক্ষাৎকারদানকারী জানতে চান যে ঈদের সময় তাদের জন্য কি কি সহায়তা রয়েছে, তাদের বেশিরভাগই ঈদ উদযাপনের জন্য বিশেষ করে এনজিওর কাছ থেকে খাবার ও কাপড় কেনার জন্য সাহায্য প্রত্যাশা করেন। একজন বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর বর্তমান পরিস্থিতি সম্মুখে আরও তথ্য জানতে চেয়েছেন, অন্য দুজন ব্যক্তি জানতে চেয়েছেন ঈদ উদযাপনের জন্য যাতায়াতের ওপর থেকে বিধিনিষেধ শিথিল করা হবে কিনা।

“আমি জানতে চাই ঈদ উপলক্ষে আমাদের কোনো সহায়তা দেওয়া হবে কিনা।”

- জনৈক রোহিঙ্গা পুরুষ, ২২, ক্যাম্প ৩

“আমি জানতে চাই বাকি রোজাগুলোতে আমরা ইফতার ও সেহরির জন্য কোনো খাবার পাবো কি না। আমি শুনেছি যে অন্য ক্যাম্পগুলোতে অনেক রোহিঙ্গা বিভিন্ন উৎস থেকে সহায়তা পেয়েছে, আমরা এখানে এরকম কোনো সাহায্য পাচ্ছি না কেনো ভেবে অবাক হচ্ছি। আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা এ নিয়ে খুবই মর্মান্বিত।”

- জনৈক রোহিঙ্গা নারী, ৫০, ক্যাম্প ৩।

সম্প্রদায়ের এ সকল দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, রমজানের সময় মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে রোজা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন। আরও বোঝা যায় যে, রোহিঙ্গা মুসলিমদের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ মাসে কি কি সহায়তা রয়েছে সে সম্পর্কে সম্প্রদায়ের মানুষ আরও জানতে চান। বিশেষ করে সম্প্রদায়ের সেইসব সদস্যরা, যাদের জীবনধারণের জন্য নূনতম খাদ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা নেই; তাদের জন্য কি ধরনের সহায়তা দেওয়া হতে পারে সে বিষয়ে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করেছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কামজটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই-ইউ-হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

‘যা জানা জরুরি’ সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, [info@cxbfeedback.org](mailto:info@cxbfeedback.org) ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।